পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জনসংযোগ দপ্তর

ফোন : ০৭৩১-৬৪৯৮১
ফ্যাক্স: ০৭৩১-৬৫১৩৪

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দশক উদযাপন

৫ জুন, ২০১৮ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দর্শক উৎসব উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়।

পাবিপ্রবি আলোর বর্তিকা হয়ে উঠছে- সাইদুর রহমান খাঁন

(০৫/০৬/২০১৮)ঃ উৎসব মুখর পরিবেশে গতকাল মঙ্গলবার পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক দশক পূর্তি উদযাপন করেছে।

এক যুগ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সকালে স্বাধীনতা চত্বরের সামনে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দিবসটির শুভ উদ্বোধন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনার প্রফেসর ড. এম সাইদুর রহমান খান।

এরপর ক্যাম্পাসে আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে ড. এম ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান ভবনের সামনে শেষ হয়। এরপর গ্যালারী-২তে উপাচার্য প্রফেসর ড. এম রোস্তম আলীর সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক হিসেবে প্রফেসর সাইদুর রহমান খান বলেন, আজকের যুগে ছাত্রদের মধ্যে যে অবক্ষয় তার সংশোধনের দায়িত্ব শিক্ষকদের নিতে হবে। খারাপ, দুষ্টু শিক্ষার্থীদের দিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে তাকে কাছে টেনে নিতে হবে। তার সাথে বারবার বসতে হবে।বোঝাতে হবে।মোটিভেশন করতে হবে।তাকে ভালো-মন্দেও পার্থক্য

ফোন : ০৭৩১-৬৪৯৮১
ফ্যাক্স: ০৭৩১-৬৫১৩৪

বোঝাতে হবে। সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষক যদি আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চালিয়ে যায় তাহলে খারাপ দুর করে ভালো বের করে আনতে পারবে। এভাবে সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান চর্চা করার জায়গা। এখানে নতুন নতুন জ্ঞান তৈরী করতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে। ছাত্রদের জ্ঞান সংগ্রহে শিক্ষকরা উৎসাহিত করবে। শিক্ষকদেরই দায়িত্ব হলো ভালো প্রোডাক্ট তৈরী করা । কারণ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতার যুগে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের স্যাটেলাইট মহাকাশে উড়ছে। সেই স্যাটেলাইট একদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও পরিচালনা করার সুযোগ পাবে যদি তারা সেভাবে নিজেকে গড়ে তোলে। আর ছাত্রকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে শিক্ষককে।

সাইদুর রহমান খান আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাবা বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষার দর্শন ধারণ করেন বলেই অনেক আগেই বুঝেছিলেন আগামীর বিশ্ব হবে বিজ্ঞানের বিশ্ব। তাই ১৯৯৭ সালে দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বিজ্ঞানের উন্নয়ন হচ্ছে। আইসিটি খাতে আমরা ভালো করছি। আমাদের ওষুধ ১৪০ টি দেশের রোগিদের জীবন রক্ষা করছে। সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিজ্ঞানের চর্চা বাড়াতে হবে।

উপাচার্য প্রফেসর ড. এম রোস্তম আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কারিকুলাম ঢেলে সাজানো হবে। শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। সবাই মিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেয়া হবে।

আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য দেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আনোয়ারুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আনোয়ার খসরু পারভেজ, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান আরিফ ওবায়দুল্লাহ । সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন ও গীতা পাঠ করা হয়। অতিথিদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয়। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরু হয় ২০০৯ সালের ৫ জুন। সেই থেকে ৫ জুনকে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে পাবিপ্রবি পরিবার।